HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – আচরণের উপর পরিবেশের প্রভাব

টপিক – ০১ মনোভাবের প্রকৃতি

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: সমাজীকরণের সংজ্ঞা
টপিক ০২: সমাজীকরণ প্রক্রিয়া
টপিক ০৩: সমাজীকরণের মাধ্যম
টপিক ০৪: কৃষ্টি
টপিক ০৫: আগ্রাসন
টপিক ০৬: সামঞ্জস্যতা বা উপযোজন
টপিক ০৭: প্রথা বিরোধিতা
টপিক ০৮: যৌন হয়রানি
টপিক ০৯: আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণ
টপিক ১০: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১১: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: সমাজীকরণের সংজ্ঞা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সমাজীকরণের সংজ্ঞা

সমাজীকরণ কথাটি মনোবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। আমরা সমাজীকরণ পদটি ব্যক্তিকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগতে দীক্ষিত করার প্রক্রিয়া, তাকে সমাজ তথা বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর সক্রিয় সদস্যপদে ব্রত করা এবং সমাজের আদর্শকে গ্রহণ করার প্রক্রিয়া অর্থে ব্যবহার করার পক্ষপাতী।

সমাজীকরণ বলতে আমরা বুঝি, ব্যক্তি যে সমাজে বাস করে সেই সমাজের লোকাচার, আদর্শ, নিয়মকানুন, সংস্কৃতির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য শিক্ষাও আয়ত্ত করা। এর সঙ্গে এমন কতগুলো প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অভ্যাস অর্জন করা যার সাহায্যে ব্যক্তি সমাজের সভ্য হিসেবে নিজের যথার্থ ভূমিকা গ্রহণ করতে সমর্থ হয়।

মর্গান ও অন্যান্য (Morgan et. al.) বলেন, "সমাজীকরণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে শিশুর আচরণ এবং মনোভাব তার জগতের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে।"

(The process by which the child's behavior and attitudes are brought into harmony with that world is called socialization. উৎস: Introduction to Psychology: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited; 1986; P. 440-441)

সমাজীকরণের সংজ্ঞা

সেকর্ড ও ব্যাকম্যান (Secord and Backman, ১৯৬৪) বলেন, "সমাজীকরণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে একজন ব্যক্তির আচরণ পরিবর্তিত হয়ে ঐ সমাজে বসবাসকারী অন্য ব্যক্তির সাথে সংঘটিত আচরণের সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।"

(Socialization is an interactional process whereby a person's behavior is modified to conform to expectations held by members of the group to which he belongs. উৎস: Social Psychology, McGraw-Hill
Book Company; 1964; P. 523.)

এক্ষেত্রে সমাজীকরণ শুধু শিশুটির যৌবনে পদার্পণকে বোঝায় না, যৌবনে পদাপর্ণের পরে ঐ দলের, ঐ সংগঠনের বা ঐ সমাজের একজন নতুন সদস্য হিসেবে পরিগণিত হয়। এসব ছাড়াও ব্যক্তি যে পরিবারে বাস করে সে পরিবারের লক্ষ্য ও ভাবধারার সঙ্গে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত করে।

মাসেন, কঙ্গার ও কাগান (Mussen, Conger and Kagan, 1974) বলেন, "সমাজীকরণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার নিজের পরিবার ও কৃষ্টির উপযোগী আচরণের ধারা, বিশ্বাস, আদর্শমান ও প্রেষণাবলি শিক্ষা করে।"

সমাজীকরণের সংজ্ঞা

সমাজীকরণ একটি শিক্ষণ প্রক্রিয়া। সমাজীকরণ অন্যান্য পরিবর্তন প্রক্রিয়া থেকে দুদিক থেকে আলাদা। প্রথমত, মনোভাব ও শিক্ষালব্ধ আচরণমূলক পরিবর্তন ছাড়া অন্যান্য পরিবর্তন (যেমন, দৈহিক পরিবর্তন) সমাজীকৃরণের অন্তর্গত নয়। দ্বিতীয়ত, অন্য ব্যক্তির সাথে শুধুমাত্র আন্তঃক্রিয়ামূলক মনোভাব ও আচরণমূলক পরিবর্তনকেই সমাজীকরণের ফল হিসেবে গণ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, নিজস্ব এলাকার ভাষা শেখা সমাজীকরণের ফল, কিন্তু দৌড়ানো বা লাফ দেয়া সমাজীকরণ নয়। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তির সাথে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির (বন্ধু-বান্ধব, মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন) অসংখ্য আন্তঃক্রিয়ার ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু দৌড়ানো বা লাফানোর সাথে এরকম ইতিহাস জড়িত নেই। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সমাজীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়- কারণ সে কোনো না কোনো সামাজিক পরিবেশে জীবনযাপন করে। তাই একজন সাধুব্যক্তি যেমন সমাজীকরণের ফসল, তেমনি একজন অসাধু ব্যক্তিও সমাজীকরণের ফসল। ব্যক্তিত্বের ওপর পরিবেশের প্রভাব সমাজীকরণের মাধ্যমে পড়ে। সমাজীকরণের প্রভাব প্রতিনিয়ত চলমান।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, যেখানে ব্যক্তির সঙ্গে অন্যান্য ব্যক্তি বা কোনো গোষ্ঠীর সামাজিক আন্তঃক্রিয়া ঘটে, সেখানেই ব্যক্তিকে কিছু না কিছু সামঞ্জস্য বিধান করতে, সেখানেই কোনো না কোনোভাবে তার সমাজীকরণ ঘটে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি তার সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে নিজের উপযোজন সাধন করে তাকেই সমাজীকরণ বলে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – আচরণের উপর পরিবেশের প্রভাব

টপিক – ০২ সমাজীকরণ প্রক্রিয়া

টপিক ০২: সমাজীকরণ প্রক্রিয়া

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সমাজীকরণ প্রক্রিয়া

সমাজীকরণ একটি সামাজিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া। জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সামাজিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। শিক্ষণের মৌলিক প্রক্রিয়াগুলোর মাধ্যমেই সমাজীকরণ ঘটে। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো।

(১) করণ শিক্ষণ (Operant Learning): করণ শিক্ষণের মাধ্যমে শিশুর সামাজিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া ঘটে থাকে।

করণ শিক্ষণের মূল কথা হলো- যখন কোনো প্রতিক্রিয়ার বলবৃদ্ধি ঘটে তখন ঐ প্রতিক্রিয়া করার প্রবণতা বেড়ে যায়। অর্থাৎ বলবর্ধক দিলে প্রাণীর আচরণের দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। বলবর্ধক ইতিবাচক ও নেতিবাচক হতে পারে। ইতিবাচক (ধনাত্মক) বলবর্ধকের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিক্রিয়া পুরস্কৃত হয় বলে তার পুনরুদ্রেকের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আবার নেতিবাচক (ঋণাত্মক) বলবর্ধকের ক্ষেত্রে, কোনো স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আচরণ বাধাপ্রাপ্ত হলে সেই শাস্তিমূলক পরিস্থিতি থেকে ব্যক্তি রক্ষা পাওয়ার জন্য ঐ আচরণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো শিশুকে যদি বড়দের মতো আচরণ করার ফলে তাকে পুরস্কৃত করা হয় অর্থাৎ প্রশংসাসূচক অভিব্যক্তি করা হয় তাহলে ঐ শিশুটি বড়দের মতো আচরণ করবে। এটি ধনাত্মক বলবৃদ্ধির প্রভাব। আবার একটি শিশু যদি এমন শব্দ উচ্চারণ করে যা সেই অঞ্চলের 'গালি' বোঝায়, তাহলে তার বাবা-মা তাকে গালি দেবে বা বিরক্তি প্রকাশ করবে। শিশুটির কাছে তা শাস্তিস্বরূপ। তাই নেতিবাচক বা ঋণাত্মক বলবর্ধকের কারণে উক্ত শব্দটি উচ্চারণ করার সম্ভাবনা তার কমে যাবে।

সমাজীকরণ প্রক্রিয়া

(২) সরাসরি শিক্ষাদান (Direct Tuition): শিশুর সমাজীকরণে সরাসরি শিক্ষাদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরাসরি শিক্ষাদান ও করণ শিক্ষণের মধ্যে পার্থক্য হলো সরাসরি শিক্ষাদানে ব্যক্তিকে কী করতে হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে মৌখিক নির্দেশ দেয়া হয়। ব্যক্তি নির্দেশ অনুযায়ী কাজ হলে পুরস্কৃত হয়, আর না হলে অপুরস্কৃত বা তিরস্কৃত হয়। ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে এ পদ্ধতি আমরা প্রয়োগ করে থাকি।

(৩) প্রাসঙ্গিক শিক্ষণ (Incidental Learning): প্রসঙ্গক্রমেও আমরা অনেক কিছু শিখে থাকি। ছোট শিশু তার আধো আধো বুলিতে এমন একটি নিষিদ্ধ শব্দ উচ্চারণ করল যার অর্থ 'গালি'। শিশুর এ আধো আধো বুলিতে এমন কিছু ছিল যাতে বড়রা হেসে উঠল। এতে শিশুটি ঐ আচরণ করার প্রবণতা বেড়ে যায়। এমনিভাবে শিশুরা প্রেষণা ছাড়াই অনেক কিছু শিখে থাকে।

সমাজীকরণ প্রক্রিয়া

(৪) ভূমিকা শিক্ষণ (Role Learning): কোনো ব্যক্তি তার নিজের জন্য অনেক কিছু করছে। কিন্তু সে তার নিজের জীবন বাদ দিয়ে যখন সে অন্য কোনো ব্যক্তি আচরণ অনুভব করে তখন তা হয়ে উঠে অর্থবহ। আমরা একেক জন একটি পরিবারের সদস্য, কোনো অফিসের কর্মকর্তা, কোনো সংগঠনের একজন সদস্য, সমবয়সীদের সাথে একজন বন্ধু ও খেলার মাঠে একজন খেলোয়াড়। সমাজে বাস করতে গেলে আমাদের বিভিন্ন ভূমিকায় কাজ করতে হয়। কেউ যখন পরিবারে বাস করে তখন সে ছোটদের আদর, বড়দের মান্য করা, আত্মীয়-স্বজনদের আদর করে। সে লোক যখন অফিসে যায় তখন সে হয়ে উঠে কর্মকর্তা। সে তার বসের কথা শোনে ও নিম্নতর কর্মচারীদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেয়। আর সে যখন সমবয়সীদের সাথে মেশে, তখন তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করে। আবার ফুটবল খেলার মাঠে সে ফুটবল নিয়ে সবাইকে অতিক্রম করে কী করে গোল দেয়া যায় তা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এমনি করে একজন ব্যক্তি যে অবস্থায় থাক না কেন, সেই অবস্থায় তাকে উপযুক্তভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়। তাই সমাজীকরণের ক্ষেত্রে ভূমিকা শিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণ প্রক্রিয়া।

সমাজীকরণ প্রক্রিয়া

(৫) একাত্মীভাবন (Identification) : একাত্মীভাবন হলো কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলিকে নিজের বৈশিষ্ট্য বলে মনে করে। অনুকরণ ও একাত্মীভাবন এক নয়। অনুকরণে অন্যের আচরণকে সম্পূর্ণ নকল করাকে বোঝানো হয়। আর একাত্মীভাবনে অন্যের আচরণকে গভীর ও স্থায়ীভাবে গ্রহণ করাকে বোঝানো হয়। উদাহরণস্বরূপ, ছোট শিশু পিতামাতার সাথে একাত্ম ভাবেন। যে পিতামাতা শিশুকে আদর যত্ন করে খাবার দেয় ও তার সাথে মিষ্টি করে কথা বলে, ঐ শিশুও পরবর্তীকালে তার মা বাবার মতো আদর করবে ও কথাবার্তা বলবে। একাত্মীভাবনের কারণেই অনেকে গান্ধী টুপি, মুজিব কোট, চুলের ছাঁট প্রভৃতি ব্যবহার করে থাকেন।

সমাজীকরণ প্রক্রিয়া

(৬) পর্যবেক্ষণগত শিক্ষণ (Observational Learning): শিশুরা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষণ আয়ত্ত করে। আদর্শ প্রতীকের কোন কাজটি পুরস্কৃত হচ্ছে অথবা কোন কাজটি পুরস্কৃত হচ্ছে না, শিশুরা তা লক্ষ করে। যে কাজটি পুরস্কৃত হচ্ছে, শিশুরা সে কাজটি করতে আগ্রহ পায়। বাড়ির বড় ছেলে কোনো আত্মীয়স্বজন এলে তাকে সালাম দেয়। সকলে তাকে প্রশংসা করে। বাড়ির ছোট ছেলেটিও প্রশংসা অর্জনের ক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজন এলে তাকে সালাম দেয়। আবার আদর্শ প্রতীকের আচরণ নিছক অনুকরণের দ্বারাও প্রভাবিত হতে পারে। বাবার পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ছাতা হাতে স্কুলে যাওয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। শিশুর এ আচরণটি পর্যবেক্ষণমূলক আচরণ পর্যায়ে পড়ে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – আচরণের উপর পরিবেশের প্রভাব

টপিক – ০৩ সমাজীকরণের মাধ্যম

টপিক ০৩: সমাজীকরণের মাধ্যম

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সমাজীকরণের মাধ্যম

ব্যক্তির সমাজীকরণের বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে। পরিবার, খেলার সাথী, বিদ্যালয়, ধর্মীয় শিক্ষা প্রভৃতির মাধ্যমে শিশুর সমাজীকরণ হয়।

১. পরিবার (Family): শিশুর সমাজীকরণের প্রথম ধাপ হলো তার পরিবার। পরিবার থেকে শিশু তার প্রথম জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করে। জন্ম গ্রহণের পর থেকে শিশু তার বাবা-মা, ভাইবোন, স্নেহ-ভালোবাসা প্রভৃতির মাধ্যমে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। এমনি একটি পরিবেশ থেকে শিশুর সামাজিক শিক্ষণ শুরু হয়।

তিন প্রকার পারিবারিক সম্পর্ক শিশুর সমাজীকরণে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

(ক) পিতামাতার সম্পর্ক

(খ) পিতামাতা ও শিশুর সম্পর্ক ও

(গ) ভাইবোনের সম্পর্ক।

সমাজীকরণের মাধ্যম

(ক) পিতামাতার সম্পর্ক: শিশু পিতামাতার সাথে নিজেকে শনাক্ত করতে চায়। তাই পিতামাতার আচরণকেই সে মেনে নেয়। মায়ের খাদ্যগ্রহণ, কাপড়-চোপড় নির্বাচন প্রভৃতি পায়। বিভিন্ন চাহিদা নিবৃত্তি হিসেবে শিশু তার পিতাকে পায়। তাই শিশু তার মাতা ও পিতাকে সমাজীকরণের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে পেয়ে থাকে। কিন্তু পিতা ও মাতার সম্পর্ক যদি মধুর না হয়, তাহলে তাদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি লেগেই থাকে ঐ সব শিশুর পিতামাতাকে অনুসরণ করে। তারা ধীরে ধীরে খারাপ আচরণ ও অসামাজিক কার্যকলাপ করে বেড়ায়। পিতামাতার মধুর সম্পর্কই শিশুকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

(খ) পিতামাতা ও শিশুর সম্পর্ক: পিতামাতার সাথে শিশুর সম্পর্ক খুবই মধুর হওয়া দরকার। পিতামাতা তার সন্তানকে সব সময় আদর করেন। পিতামাতা ও শিশুর সম্পর্ক যদি ভালো না হয়, তাহলে শিশুর সমাজীকরণ হয় না। শিশুর প্রতি কঠোর না হওয়া বা 'লাই' না দেয়া থেকে বিরত থেকে তাদের প্রতি পিতামাতার আচরণ সুষম হওয়া দরকার।

(গ) ভাই-বোনের সম্পর্ক: পরিবারে সবচেয়ে কনিষ্ঠ সন্তান বা একমাত্র সন্তানদের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা বেশি। মনোবিজ্ঞানী এ্যাডলার (Adler, ১৯৫৬) মনে করেন যে, যারা ভাই-বোনদের মধ্যে ছোট তাদের মধ্যে সাধারণত হীনমন্যতাবোধ জন্মে। আবার যৌথ পরিবারের ছেলে মেয়েরা একক পরিবারের ছেলেমেয়েদের চেয়ে সামাজিক সংগতিবিধানে বেশি পারদর্শী হয়।

সমাজীকরণের মাধ্যম

২. বিদ্যালয় (School): পারিবারিক পরিবেশের বাইরে শিশুদের সমাজীকরণ ঘটে বিদ্যালয়ে যাবার পর। বিদ্যালয়ে আসার ফলে পারিবারিক স্নেহ-মমতা হতে বঞ্চিত হলেও তারা বিদ্যালয়ের আনন্দ-অনুভূতির সাথে একাত্ম হয়ে পড়ে। তারা বিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন মেনে চলে। বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিশুদের প্রতি তারা সহনশীল হয় এবং দলগত আচরণ তারা মেনে চলে। এ সময় শিশুরা তাদের শিক্ষক-শিক্ষয়ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার নির্দেশনা ও উপদেশনার মাধ্যমে শিশুরা সরাসরি শিক্ষণ লাভ করে। শিক্ষকের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের অভিপ্রেত আচরণ, শৃঙ্খলা, নিয়মনিষ্ঠা প্রভৃতি সামাজিক শিক্ষণ অর্জিত হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকার আচরণের মাধ্যমে শিশুর সামাজিক আচরণ গড়ে উঠে।

৩. খেলার সাথী (Peer group): শিশুদের সমাজীকরণে খেলার সাথী একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ছোট শিশুরা খেলায় মত্ত থাকে। খেলাধুলার ভেতর দিয়ে শিশুরা সামাজিক আচরণ গড়ে তোলে। শিশুর খেলার সাথীরা সাধারণত তার সমবয়সী হয়ে থাকে। একই বয়সী সাথীরা খেলার সময় প্রায় একই ধরনের আচরণ প্রকাশ করে। সমবয়সীদের প্রশংসা, নিন্দা, সমর্থন সব কিছুর প্রতি শিশু অত্যন্ত সংবেদনশীল থাকে। তাই এ দলের আদর্শমানকে শিশুরা তাদের সামাজিক আদর্শমান নির্ধারণ করে। নিজেদের সম্বন্ধে ধারণা গঠনেও সমবয়সীদের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমবয়সী দলের প্রভাবে শিশুর সহযোগিতা, সহমর্মিতা, নেতৃত্ব, প্রতিযোগিতা, পারস্পরিক সৌহার্দ্য, দায়িত্ববোধ প্রভৃতি সামাজিক দায়িত্বের বিকাশ ঘটে।

সমাজীকরণের মাধ্যম

৪. ধর্মীয় শিক্ষা (Religious Education): ছোট শিশু ধীরে ধীরে বড় হয়। তার সামাজিক পরিমণ্ডল আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। এ সময় তার জীবনে ধর্মীয় শিক্ষা বিশেষভাবে কার্যকর হয়ে উঠে। ধর্মীয় অনুশাসন, ধর্মীয় মূল্যবোধ তার জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করতে পারে। ব্যক্তি সমাজের সদস্য হিসেবে ধর্মীয় রীতি-নীতি ও বিধানসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা সাধারণত তাদের বাবা-মার কাছে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করে। ধর্মীয় শিক্ষা ব্যক্তির ধর্মীয় আদর্শ ও মূল্যবোধকে বিকশিত করেছে এবং সমাজীকরণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে।

সংক্ষেপে বলা যায়, শিশুর সমাজীকরণে পরিবার, বিদ্যালয়, খেলার সাথী ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রভৃতি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এভাবে বিভিন্ন মাধ্যমের প্রভাবে সারা জীবনব্যাপী সমাজীকরণ প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – আচরণের উপর পরিবেশের প্রভাব

টপিক – ০৪ কৃষ্টি

টপিক ০৪: কৃষ্টি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

কৃষ্টি

মানুষ সমাজে বাস করে। সমাজে বাস করার জন্য ব্যক্তি হিসেবে তাকে কতগুলো অনুমোদিত রীতি-নীতি মেনে চলতে হয়। চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, সন্তান লালন-পালন প্রভৃতি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ব্যক্তিকে সমাজের নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী চলতে হয়। সমাজের এ সকল প্রচলিত নিয়মগুলোই কৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত।

কৃষ্টি পরিবর্তনশীল। তবে এ পরিবর্তন খুব মন্থর গতিতে হয়। কৃষ্টি একটা দীর্ঘ সময় ধরে সমাজে গড়ে উঠে। কৃষ্টি পূর্বপুরুষ থেকে বংশপরম্পরায় আমাদের ওপর বর্তায়। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে যে সমস্ত রীতি-নীতি জীবন পদ্ধতি পাই তার সাথে আমরা নতুন কিছু যোগ করি।

কৃষ্টি

নিম্নে কৃষ্টির কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো:

গোল্ডসমীডের (Goldschmidt, ১৯৫৪) মতে, "কৃষ্টি মানুষের সকল আচরণের একটি সামগ্রিক রূপ যা জীবনযাপনের বিভিন্ন উপাদানকে একসূত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গ্রথিত করে।"

ক্রোয়েবার (Kroeber, ১৯৪৮) এর মতে, "কৃষ্টি হলো এক ধরনের শিক্ষালব্ধ আচরণ যাকে সকল সদস্যই নিজের বলে মনে করে এবং বাহ্যিক আচরণে সেরূপ প্রকাশ করে।"

কৃষ্টি শুধু সামাজিক প্রথা নয়। কোনো সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন, মনোভাব, বিশ্বাস, রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ সব কিছুই মিলিয়েই হলো কৃষ্টি। বংশপরম্পরায় এ ধারাটি প্রবাহমান থাকে বলে কৃষ্টির আর একটি নাম সামাজিক উত্তরাধিকার।

ব্যক্তিত্বের ওপর কৃষ্টির প্রভাব

ব্যক্তিত্বের ওপর কৃষ্টির প্রভাব অনস্বীকার্য। আদিম সমাজের মানুষের সামাজিক প্রথা, প্রতিষ্ঠান, আচরণের ওপর গবেষণা করে এসেছেন সাপির (Sapir), মার্গারেট মিড (Margaret Mead), রুথ বেনেডিক্ট (Ruth Benedict) প্রমুখ গবেষকগণ।

মার্গারেট মিড-এর পর্যালোচনা: ব্যক্তিত্বের ওপর কৃষ্টি প্রভাব অনুসন্ধান করতে গিয়ে মার্গারেট মিড সামোয়া (Samoans) নামক এক উপজাতির কিশোরদের ওপর এক গবেষণা পরিচালনা করেন। সামোয়ারা বড় বড় পরিবারে বাস করত, যৌন জীবনে তারা ছিল উদার এবং সেখানে বয়ঃসন্ধিকাল কোনো সমস্যাই ছিল না। তারা পারিবারিক জীবনে সুউপযোজিত এবং যৌন বিষয়ে উদারপন্থি। আবার, নিউগিনির মনু (Manus) উপজাতির কিশোররা বয়ঃসন্ধিকালকে সমস্যা হিসেবে দেখত এবং যৌনবাসনা অবদমন করত। কঠোর পরিশ্রম, দৈহিক শক্তিমত্তা ও কর্তৃত্বই ছিল মনু উপজাতির বৈশিষ্ট্য। তীব্র অহংবোধ ও আত্মম্ভরিতাই ছিল মনুদের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য।

কৃষ্টি

ব্যক্তিত্বের ওপর কৃষ্টির প্রভাব

অপর এক গবেষণায় মিড দেখান যে, স্ত্রী ও পুরুষের মেজাজ ও ভূমিকা সম্বন্ধে আমাদের যে চিরাচরিত ধারণা তা প্রকৃতি প্রদত্ত নয়, বরং তা মানুষের তৈরি। মিড নিউগিনির আরাপেশ (Arapesh), মুডুগুমর (Mundugumor) ও চাম্বুলী (Tachambuli) নামক তিনটি উপজাতির নারী-পুরুষের স্বভাবগত বৈষম্য ও তার কারণ অনুসন্ধান করেন। তিনি দেখান যে, সহযোগিতা, নম্রতা ও প্রতিবেদনশীলতা হচ্ছে আরাপেশদের স্ত্রী ও পুরুষের বাঞ্ছিত গুণ। আরাপেশ সম্প্রদায়ের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের জন্য আদর্শ হচ্ছে নারীসুলভ আচরণ। আবার মুন্ডুগুমর নারী-পুরুষেরা পুরুষসুলভ গুণাবলির পূজারী। তারা আগ্রাসী, নির্দয় ও যৌনবিষয়ে বাধাবন্ধনহীন। আর চাম্বুলী সমাজে স্ত্রীরা ছিল বেশি সক্রিয় ও দায়িত্বশীল এবং পুরুষরা ছিল নিষ্ক্রিয় ও স্ত্রীদের ওপর নির্ভরশীল। স্ত্রীরা শিকার করা, মাছ ধরা প্রভৃতি ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো করত আর পুরুষরা ঘরকন্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকত। এ সকল পর্যালোচনা থেকে মিড এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্য নয় বরং তারা ছোট সময় হতে

কৃষ্টি

ব্যক্তিত্বের ওপর কৃষ্টির প্রভাব

যে পরিবেশে বেড়ে উঠেছে, তার বৈশিষ্ট্যই তাদের মানুষ করে গড়ে তোলে। মিড আরও জানান যে, যে সমাজের আদর্শ সহযোগিতামূলক আচরণ সেখানে নিরাপত্তাবোধ খুব বেশি, আর যেখানে আদর্শ প্রতিযোগিতামূলক সেখানে অহংবোধ বেশি মাত্রায় থাকে।

যে তিন উপজাতির কথা উল্লেখ করা হলো তাদের সব কয়টি একই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী। তাদের ভৌগোলিক পরিবেশ জাতিগত উত্তরাধিকার অভিন্ন। তবু তাদের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যে যেসব পার্থক্য লক্ষ করা গেল তা নিশ্চয়ই সামাজিক ও কৃষ্টির প্রভাবের ফল।

কৃষ্টি

ব্যক্তিত্বের ওপর কৃষ্টির প্রভাব

রুথ বেনেডিক্ট-এর পর্যালোচনা: রুথ বেনেডিক্ট আদিম অধিবাসীদের নিয়ে মার্গারেট মিডের মতো দেখান যে, মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে কৃষ্টি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে থাকে। তিনি নিউ মেক্সিকোর জুনি (Zuni), নিউগিনির ডবু (Dobu) এবং ভ্যানকুভার দ্বীপের কোয়াকিটল (Kwakiutl)-এ তিনটি আদিম সমাজের কৃষ্টিগত পার্থক্য ও তার প্রভাব সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন। জুনি সম্প্রদায়ের আদর্শ হচ্ছে অমায়িকতা, ভদ্রতা ও লৌকিকতা। রীতিগত নিয়মের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক ও ভদ্র জীবনযাপনই জুনি সমাজের আদর্শ। ডবু সম্প্রদায়ের আদর্শ ছিল তীব্র প্রতিযোগিতা, সন্দেহ ও বিশ্বাসঘাতকতা। ডবুদের জীবন কঠিন প্রতিযোগিতামূলক। তারা একে অপরের আগ্রাসী। বেনেডিক্ট জুনিদের ভদ্র, নম্র ও দ্বিধাহীন স্বভাবের বিপরীতে ডবুদের আক্রমণাত্মক, প্রতিযোগী, সন্দেহপ্রবণ ও বিশ্বাসঘাতকতার মনোভাব লক্ষ করেন। আবার কোয়াকিটলদের আদর্শ হচ্ছে চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও কঠিন প্রতিযোগিতা। কোয়াকিটল সম্প্রদায়ের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বীকে তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করে নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করা। কোয়াকিটল সমাজের শিশু তাদের চাহিদার নিবৃতির ব্যাপারে নিশ্চিত হতে না পারায় এবং মায়ের স্নেহোত্তাপের সম্পর্ক হতে বঞ্চিত হওয়ায় পরবর্তী জীবনে তারা উদ্বেগপরায়ণ, সন্দেহবাতিক ও অপরের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়ে। তিনটি উপজাতির ব্যক্তিত্বের এ সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে বেনেডিক্ট এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ব্যক্তির শিক্ষণ তার সামাজিক প্রত্যাশার অনুগামী হয় বলেই বিভিন্ন কৃষ্টিতে ব্যক্তির বিভিন্ন সংলক্ষণ প্রকাশ পায় এবং তার ব্যক্তিত্বে উক্ত কৃষ্টির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

কৃষ্টি

ব্যক্তিত্বের ওপর কৃষ্টির প্রভাব

মৌলিক ব্যক্তিত্ব কাঠামো: মনঃসমীক্ষক আব্রাহাম কার্ডিনার ও নৃবিজ্ঞানী র‍্যালফ লিনটন কৃষ্টি ও ব্যক্তিত্বের সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য দেন। তারা মৌলিক ব্যক্তিত্বের ধরন নামে 'মৌলিক ব্যক্তিত্ব কাঠামো' (Basic Personality Structure) উত্থাপন করেন। যে ধরনের আচরণ একটি সমাজ বা গোষ্ঠীর সকলে অল্পবিস্তর স্বীকার করে নিয়েছে তা-ই হলো ঐ সমাজের কৃষ্টিগত সর্বজনীনতা। একটি বিশেষ কৃষ্টিসম্পন্ন গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের পারস্পরিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট রীতি থাকে। তারা একটা নির্দিষ্ট রীতিতে পরস্পরের সাথে আচরণ করে। এর ফলে তাদের মধ্যে সামাজিক একরূপতা দেখা দেয়। বেশ কয়েকটি কৃষ্টির ওপর গবেষণা পরিচালনা করে কার্ডিনার বলেন, মায়ের স্নেহ, মা-বাবার সম্পর্ক, শাসনের ধরন, ভাই-বোনের সম্পর্ক প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যক্তির মৌলিক ব্যক্তিত্ব কাঠামো গড়ে উঠে। যার ফলে ঐ শিশু পরবর্তীতে তার ধর্ম, লোকগীতি, শিল্প-সাহিত্য, লোকাচার প্রভৃতিতে তার কৃষ্টির প্রভাব পড়বে।

কৃষ্টি

ব্যক্তিত্বের ওপর কৃষ্টির প্রভাব

শৈশব ও বয়ঃসন্ধিকালের ওপর কৃষ্টির প্রভাব সর্বাধিক। আরাপেশ সমাজে শিশু মাতার স্তনদুগ্ধের উত্তাপ থেকে বঞ্চিত হয় না এবং মাতার কাছ থেকে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার পায়। এসব শিশু পরবর্তী জীবনে নম্র ও সহযোগিতাপ্রবণ হয়ে থাকে। এরই অভাবে মুডুগুমর শিশু হয়ে উঠে উগ্র ও প্রতিযোগিতাপ্রিয়। ভীল উপজাতির স্ত্রীলোকেরা দণ্ডায়মান অবস্থায় অথবা হাঁটতে হাঁটতে তাদের শিশু সন্তানকে স্তন্য পান করায়। এর ফলে সন্তান তৃপ্তি লাভ করতে পারে না। এ অবস্থা নিঃসন্দেহে অস্বস্তিকর অবস্থা। ভীল উপজাতির লোকেরা যে উগ্র ও আক্রমণমুখী হয় তার একটি কারণ শিশুর মানসজীবনের এ অতৃপ্তি বোধ।

কৃষ্টি

ব্যক্তিত্বের ওপর কৃষ্টির প্রভাব

শিশুর শয্যামূত্র একটি স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু যে সমাজে শিশুর শয্যামূত্রকে অপরাধ গণ্য করে এজন্য শিশুকে শাস্তি দেবার বিধান থাকে, সে সমাজের শিশুরা স্নায়বিক দুর্বলতায় আক্রান্ত হয় কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে একগুঁয়ে ও বদমেজাজী হয়, কখনোও আবার পরিচ্ছন্নতাবাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। শিশুরা একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত মাতৃস্তন্য পান করে। যে বয়সে শিশুর মাতৃস্তন্য পান করা উচিত সেই বয়সে তাকে ঐ অভ্যাস ত্যাগ করতে বাধ্য করলে শিশু মুখকামী হয়ে পড়ে, অন্যান্য মানসিক বৈকল্যও দেখা দিতে পারে। মনঃসমীক্ষকগণের মতে, পাশ্চাত্য দেশে স্নায়বিক রোগের ব্যাপকতার অন্যতম কারণ শিশুকে অত্যল্প বয়সে মাতৃস্তন্য থেকে বঞ্চিত করা।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – আচরণের উপর পরিবেশের প্রভাব

টপিক – ০৫ আগ্রাসন

টপিক ০৫: আগ্রাসন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

আগ্রাসন

আগ্রাসন হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের এক প্রধান সমস্যা। খবরের কাগজ ও টেলিভিশনের বার্তায় প্রতিদিন আগ্রাসন বা সন্ত্রাসের খবর দেখতে পাওয়া যায়। মায়ারস (Myers, ১৯৯০) বলেছেন, আগ্রাসন হচ্ছে কোনো ব্যক্তিকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত আক্রমণাত্মক আচরণ। আগ্রাসন যখন ধ্বংসের রূপ নেয় এবং জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে তখন তাকে সন্ত্রাস বলে। সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ধ্বংসাত্মক। ছিনতাই, ধর্ষণ, রাহাজানি, অপহরণ, ব্যাংক ডাকাতি, লুটপাট, নারী ও শিশু নির্যাতন-এগুলো হলো সন্ত্রাসী কার্যকলাপ। সামাজিক মান ও বিধি ভঙ্গ করা এবং প্রচলিত আইনের প্রতি চরম অশ্রদ্ধা প্রদর্শনই হলো সন্ত্রাসের বৈশিষ্ট্য। এ সকল কাজের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করাই হলো সন্ত্রাসীদের মূল লক্ষ্য। আঘাত করে বা ভয় দেখিয়ে বা কখনো কখনো ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে তাণ্ডব সৃষ্টি করে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করাই সন্ত্রাসীদের লক্ষ্য।

আগ্রাসন

ক্রাইডার এবং সহযোগীরা বলেন, "কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি ক্ষতি বা ধ্বংস করার জন্য যে আচরণ সম্পন্ন করে তাকে আগ্রাসন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়।"

(Aggression can be defined as behavior that one person enacts with the intention of harming or destroying another person or object. উৎস: Psychology; Scott, Forestman and Company; 1983; p. 458.)

জন সি. রাচ বলেন, "কোনো ব্যক্তি যিনি ক্ষতি বা অনিষ্ট হতে চান না তাকে যদি কেউ ক্ষতি বা অনিষ্ট করতে চান তাহলে এ ধরনের আচরণকে আমরা আগ্রাসন বলি।"

(We define aggression as behavior intended to harm another person who does not wish to be harmed. উৎস: Psychology: The personal science; Wadsworth Publishing Company; Belmont, California; 1984; p. 569)

চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে উন্নত ও অনুন্নত দেশের সন্ত্রাসের ধরনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। উন্নত দেশে গুপ্তচরবৃত্তি, ব্যাংক ডাকাতি, প্লেন হাইজ্যাক, কূটনৈতিক অপহরণ, ফর্মুলা চুরি, ব্লাক মেইলিং, মাদক দ্রব্যের চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ এবং এ সকল কারণে খুন সন্ত্রাসী কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত। অনুন্নত দেশে নারী ও শিশু নির্যাতন, অপহরণ, ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক স্বার্থে খুন-এ ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ প্রকট।

আগ্রাসন

আগ্রাসনের উৎস

মনোবিজ্ঞানিগণ আগ্রাসনের বিভিন্ন উৎস নিম্নরূপভাবে চিহ্নিত করেছেন।

১। জন্মগত প্রবৃত্তি: আগ্রাসন একটি জন্মগত প্রবৃত্তি। জন্মগত সূত্রে মানুষের মধ্যে আগ্রাসন এসেছে। প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড এ মতবাদের একজন প্রবক্তা। ফ্রয়েডের মতে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দু প্রকারের প্রবৃত্তি রয়েছে-জীবন প্রবৃত্তি (eros) ও মরণ প্রবৃত্তি (thenatos)। আগ্রাসন মানুষের মরণ প্রবৃত্তি থেকে উৎসারিত। মরণ প্রবৃত্তির কারণে মানুষ আক্রমণাত্মক আচরণ, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, নিষ্ঠুরতা, ধর্ষণ, নির্যাতন-এক কথায় সকল প্রকার ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়। এ প্রবৃত্তির কারণে মানুষের মধ্যে প্রায় সময়ই আগ্রাসী তাড়না জমা হতে থাকে। অন্যান্য প্রাণীর মতো মানুষের মধ্যেও লড়াকু স্পৃহা (fighting instinct) রয়েছে। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রাণী আচরণ বিজ্ঞানী কোনার্ড লরেঞ্জ (Konard Lorenz, 1974) এ মতের সমর্থক। এভাবে জন্মগত সূত্রে প্রাপ্ত আগ্রাসন ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে লালিত ও সম্প্রসারিত হয়ে প্রবৃত্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে কাজ করছে।

আগ্রাসন

আগ্রাসনের উৎস

২। আগ্রাসী নোদনা: অনেকেই আগ্রাসনকে একটি নোদনা (drive) হিসেবে ব্যাখ্যা করার পক্ষে। বাহ্যিক পরিস্থিতির কারণে ব্যক্তির মধ্যে আঘাত করার একটি তাগিদ সৃষ্টি হয়। অস্বস্তিকর অবস্থা ব্যক্তির মধ্যে অন্যকে আঘাত করার স্পৃহা জাগিয়ে তোলে। কোনো কর্মচারী বসের অকারণ গালিগালাজ শুনলে তার মধ্যে আগ্রাসনের সঞ্চার হলেও সে তখন কিছু বলে না। পরক্ষণে সে তার টেবিলে ফিরে এসে অকারণেই তার পিয়নকে অযথা ধমক লাগায়। এ সকল আগ্রাসী নোদনাই বাহ্যিকভাবে দৃশ্যমান আগ্রাসী আচরণের জন্য দায়ী।

৩। সামাজিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া: সামাজিক শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি আগ্রাসী আচরণ অর্জন করে। অতীতের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, বিভিন্ন প্রকার আগ্রাসী আচরণের জন্য পুরস্কৃত হওয়া অথবা পুরস্কারের আশা করার কারণে এবং বিশেষ সামাজিক অবস্থা যার ফলে আগ্রাসী আচরণ উৎসাহিত হয়। যুদ্ধে অধিক শত্রু সৈন্য নিধন করার জন্য সৈনিককে পুরস্কার, মেডেল ও অন্যান্য সুবিধা দেয়া হয়। এ অবস্থা আগ্রাসী মনোভাবকে উৎসাহ দেয় এবং এর মাধ্যমে সমাজে আগ্রাসনকে একটি ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য হিসেবে লালন করা হয়।

আগ্রাসন

আগ্রাসনের উৎস

৪। উস্কানী: সামান্য বাচনিক বা শারীরিক উস্কানী হতে আগ্রাসী আচরণের উদ্ভব হয়। অনেক সময় হাসি ঠাট্টা বিদ্রুপের মাধ্যমেও আগ্রাসনের সৃষ্টি হতে পারে। দু'পক্ষের বাদানুবাদের মধ্য দিয়ে উত্তেজনা ও আগ্রাসনের মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে পারে। এভাবে দুটি গোষ্ঠী বা দুটি দেশ বড় রকমের সংঘর্ষ ও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে।

৫। বিফলতা: মানুষের লক্ষ্য অর্জনের পথে পরিচালিত আচরণে বাধা দিলে তার মধ্যে আগ্রাসন দেখা দেয়। বিফলতা সব সময়ই কিছু আগ্রাসনের জন্ম দেয় এবং আগ্রাসন সব সময়েই কিছু বাধা ও বিফলতা থেকে উৎসারিত হয় (Dollard et. al. ১৯৩৯)।

আগ্রাসন

আগ্রাসনের প্রতিরোধ

আগ্রাসী আচরণ প্রতিরোধের জন্য রয়েছে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। ছিনতাই, ধর্ষণ, লুটতরাজ, রাহাজানী, হত্যা প্রভৃতি আগ্রাসী কাজের জন্য প্রচলিত আইনের আওতায় বিচার করে অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের বিধান রয়েছে। সাধারণভাবে মনে করা হয় সন্ত্রাসী কাজের জন্য শাস্তি দিলে ব্যক্তি আর সন্ত্রাসী কাজে লিপ্ত হবে না। প্রখ্যাত শিশু বিশেষজ্ঞ রিচার্ড ওয়ালটার্স (Richard Walters, ১৯৬৬) বলেন, সমাজে আগ্রাসী কাজের জন্য শাস্তির বিধান বহাল থাকলে ব্যক্তির জন্য অবাধে সন্ত্রাসমূলক অপরাধে লিপ্ত হবার সম্ভাবনা হ্রাস পায়। অনেক সময় দেখা যায় যে, অন্যের কাছ থেকে তিরস্কারের মতো লঘু শাস্তিও ব্যক্তিকে আগ্রাসী আচরণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে (Deur and Parke, ১৯৭০)। তবে শাস্তি সব সময় আগ্রাসন মূলক কাজ দমিয়ে রাখবে সে ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।

অনেক সময় আগ্রাসনের উদ্রেক হলে আগ্রাসনের অনুকূলে কাজ না করে তার বিপরীতধর্মী কাজে মনোনিবেশ করতে পারলে আগ্রাসনের মাত্রা অনেকটা কমে যেতে পারে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ছোটবেলা থেকে ব্যক্তির মধ্যে সহমর্মিতা সৃষ্টি করতে পারলে পরবর্তীতে তাদের মধ্যে আগ্রাসী আচরণের প্রবণতা কমে যাবে (Feshbach, ১৯৮১)।

আগ্রাসন

আগ্রাসনের প্রতিরোধ

- রাজনৈতিক মতাদর্শজনিত ভিন্নতার কারণে অনেক সময় সন্ত্রাস সংঘটিত হয়। সকলের প্রতি শ্রদ্ধা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ, সহনশীলতার মনোভাব গড়ে তোলার অনুশীলনই এক্ষেত্রে বড় প্রতিরোধ ব্যবস্থা হতে পারে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনা, ন্যায় বিচার লাভে অনিশ্চয়তা-এ অবস্থাগুলো মানুষকে প্রতিবাদী ও আগ্রাসী করে তোলে। কাজেই সমাজ থেকে সকল প্রকার শোষণ, বঞ্চনা ও অনিয়ম দূর করে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা আগ্রাসী কার্যকলাপ প্রতিরোধের একটি বড় পদক্ষেপ। সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটার সাথে সাথে সে বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে প্রচলিত আইনের সুষ্ঠু ও দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। ন্যায় বিচারের মাধ্যমে সন্ত্রাসীর সাজা হলে তা সমাজের সকলের জন্য স্মরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করবে এবং সকলে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – আচরণের উপর পরিবেশের প্রভাব

টপিক – ০৬ সামঞ্জস্যতা বা উপযোজন

টপিক ০৬: সামঞ্জস্যতা বা উপযোজন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সামঞ্জস্যতা বা উপযোজন

সাধারণ অর্থে সামঞ্জস্যতা বলতে কোনো কিছুর সাথে খাপ খাওয়ানোকে বোঝায়। সামঞ্জস্যতাকে কেউ কেউ উপযোজন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আমরা জানি, শীঘ্রই হোক আর বিলম্বেই হোক সমাজে পরস্পর বিরোধী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে একটা সমঝোতায় আসতে দেখা যায়। কারণ সমাজে যদি সংহতি ও ঐক্যবোধের অভাব ঘটে তাহলে সুস্থ সুন্দর সামাজিক জীবন বিঘ্নিত হয়। সামঞ্জস্যতা বা উপযোজন হলো এমন এক ধরনের কার্যপ্রক্রিয়া যা শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে বোঝাপড়া নির্দেশ করে।

সামঞ্জস্যতা হলো এমন একটি কার্যপ্রক্রিয়া যার দ্বারা যেসব ব্যক্তি বা গোষ্ঠী পূর্বে দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আবার একত্রিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতার মধ্যে শত্রুতা প্রচ্ছন্ন থাকার ইঙ্গিত বহন করে। কারণ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য সফল হলে তাদের মাঝে আবার স্বার্থের প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। সেজন্য অনেকে সামঞ্জস্যতাকে শত্রুতামূলক প্রতিযোগিতা বলে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে, সামঞ্জস্যতা এমন একটি সামাজিক কার্যপ্রক্রিয়া যা বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে একত্রে কাজ করার সুযোগ দেয়। সামঞ্জস্যতা কার্যপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সামাজিক সংগঠনের উদ্ভব ঘটে।

সামঞ্জস্যতা বা উপযোজন

অগবার্ন ও নিমকফ্ (Ogburn and Nimkoff) এর মতে, "সামঞ্জস্যতা হলো একটি পদ যার দ্বারা সমাজবিজ্ঞানীরা শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যকার খাপখাওয়ানোকে ব্যাখ্যা করে।" (Accomodation is a term used by the sociologists to describe the adjustment of hostile individuals or groups.)

ম্যাকাইভার ও পেজ (Maciver and Paige) এর মতে, "সামঞ্জস্যতা হলো একটি সামাজিক কার্যপ্রক্রিয়া যার দ্বারা কোনো ব্যক্তি তার পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করার শক্তি অর্জন করে।"

এক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতা বলতে পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর কথাই সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। সমাজ পরিবর্তনশীল। এ পরিবর্তনের সাথে সমাজস্থ ব্যক্তিকে নতুন মূল্যবোধ, আচার-আচরণ ও পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর জন্য সচেষ্ট হতে হয়। তাই বলা যায়, সামঞ্জস্যতা হলো মানুষের অর্জিত অভিজ্ঞতার ফল।

সামঞ্জস্যতা বা উপযোজন

সমাজের পরিবেশের সাথে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে যেমন খাপ খাওয়ানোর প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথেও খাপ খাওয়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। প্রাকৃতিক সামঞ্জস্যতা বলতে বোঝায় মাটি, জলবায়ু ও আবহাওয়া। সাধারণত দেখা যায় যে, মানুষ যে প্রাকৃতিক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে সে সেই পরিবেশের সাথে খাপ খেয়ে যায়। সামাজিক সামঞ্জস্যতার ক্ষেত্রে অর্জিত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। অনেক সময় দেখা যায় যে, শহরের পরিবেশ থেকে গ্রামে গেলে অনেকে অস্বস্তি বোধ করে। আবার, গ্রাম থেকে শহরে গেলেও অনেকে অস্বস্তি বোধ করে। নতুন পরিবেশের সাথে নিজেকে একাত্ম করে তুলতে অনেক সময় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – আচরণের উপর পরিবেশের প্রভাব

টপিক – ০৭ প্রথা বিরোধিতা

টপিক ০৭: প্রথা বিরোধিতা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

প্রথা বিরোধিতা

প্রথা বলতে সে সকল আচরণকে বোঝায় যা বহু পুরুষ যাবৎ চলে আসছে এবং তা অনুসৃত হয় এজন্য যে তা অতীতেও অনুসৃত হতো। প্রথা হলো মানুষের দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত রীতি ও ব্যবহার বিধি। লোকাচার ও লোকনীতি মান্য করে চলা মানব সমাজে অভ্যাসগত ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়, একেই বলে প্রথা।

অধ্যাপক অগবার্ন ও নিমকফ বলেন, "সামাজিক অনুমোদন এবং ধারাবাহিকতার লেবেলযুক্ত সামাজিক কার্যকে প্রথা বলা হয়।" (Customs are social habit and through repetition become the basis of an order of social behavioour.)

সমাজ অনুমোদিত মান ও জীবনধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে প্রথা ব্যক্তিকে বাধ্য করে। ব্যক্তি আচরণের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রথাসমূহকে যথাযথভাবে পালন করা উচিত বলে মনে করা হয়। সুদূর অতীত থেকে এ ধারা চলে আসছে।

প্রথা বিরোধিতা

প্রথার সমর্থনে মানুষের একটি অনুভূতি বা আবেগ থাকে যা কেউ প্রথার বিপরীত আচরণ করলে তা নিন্দনীয় মনে হয়। প্রথা সামাজিক শৃঙ্খলার রক্ষার জন্য প্রয়োজন। কেউ যদি প্রথার সমর্থনের বিপরীতে কাজ করে বা সামাজিক শৃঙ্খলার রক্ষার উল্টো কাজ করে তখনই আমরা বলব, সে প্রথা বিরোধী কাজ করছে। প্রথা বিরোধী কাজ করলে সমাজ তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় বা শাস্তি প্রদান করে।

কতগুলো প্রথা আছে যা ব্যক্তিগত আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। যেমন- কোনো পবিত্র অনুষ্ঠানে উপযুক্ত বস্ত্রাদি পরিধান করে যাওয়া। কেউ যদি তা না করে তাহলে তা প্রথা বিরোধিতা হয়ে গেল। আর এর জন্য সমাজ তার দিকে কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করবে। দরকার হলে সমাজ তাকে শাস্তি দেবে। আবার কতগুলো প্রথা আছে যা সম্মিলিতভাবে অনুসৃত হয়। যেমন- সারিবদ্ধভাবে বাস বা রেলগাড়িতে টিকেট ক্রয় করা। এক্ষেত্রেও প্রথা বিরোধী হলে, যেমন পরে এসে লাইনে না দাঁড়িয়ে সামনে যেয়ে টিকিট কাটলে লোকে তাকে ছেড়ে দেবে না।

প্রথা বিরোধিতা

সাধারণত প্রথাকে প্রতিষ্ঠিত অভ্যাসের ফল হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু মানবসমাজে এমন প্রথাও দেখা যায়, যার সাথে অভ্যাসের কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন- হিন্দু সমাজে বিধবাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, নিরামিষ খাদ্য, অলঙ্কার বর্জন সম্পর্কিত প্রথা। কেউ যদি হিন্দু বিধবাদের নিয়ম মেনে না চলে তাহলে দৃষ্টিকটু দেখাবে এবং সমাজ তা মেনে নেবে না।

প্রথাকে সামাজিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক মনে করা হয়। সমাজ ব্যবস্থা থেকেই প্রথার সৃষ্টি হয় এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। প্রথার মাধ্যমেই সামাজিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পুরুষানুক্রমে অর্জিত ও সঞ্চারিত হয়। যারা সামাজিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কাজ করতে চায় তারাই প্রথা বিরোধী এবং তারা সমাজে মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না।

প্রথা বিরোধীরা সাধারণত সমাজ ব্যবস্থার সার্বিক বিচারে সমষ্টিগত কল্যাণে জড়িত নয়। সামাজিক প্রথাসমূহ না পালনের মাধ্যমে সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণ সাধিত হয় না। ফলশ্রুতি হিসেবে সমাজ জীবনের স্বাভাবিক ও স্বাচ্ছন্দ্য ধারা অব্যাহত থাকে না। এ কারণে সামাজিক প্রথার সঙ্গে একটা আবেগ বা আদর্শগত মূল্য আরোপিত হতে দেখা যায় না। তাই প্রথা না পালনের ব্যাপারে সমাজের অনেকের মধ্যেই একটা অস্বাভাবিক ভাব দেখা যায় যা ব্যক্তির জন্য মঙ্গলকর নয়।

প্রথা বিরোধিতা

প্রথার সমর্থনে একটি আবেগ বা অনুভূতি থাকে। কিন্তু কোনো কোনো আবেগ বা অনুভূতি যদি সমাজের মানুষের পক্ষে না গিয়ে ধীরে ধীরে বিপক্ষে যায় অথবা সংস্কৃতির বিপক্ষে চলে যায় তাহলে প্রথার বিরোধীরা সক্রিয় হয়ে উঠে। প্রথা বিরোধীরা জোর আন্দোলন করে মানুষকে তাদের দিকে আনার চেষ্টা করে। দেশ ও কালভেদে প্রথার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কালের পরিবর্তনের ফলে সামাজিক মূল্যবোধেরও পরিবর্তন হয় এবং এর ফলে প্রথারও পরিবর্তন দেখা যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – আচরণের উপর পরিবেশের প্রভাব

টপিক – ০৮ যৌন হয়রানি

টপিক ০৮: যৌন হয়রানি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

যৌন হয়রানি

যৌন হয়রানি মূলত পুরুষের বিকৃত যৌন কামনার প্রকাশ। এতে উত্যক্ত করার আড়ালে থাকে যৌনতার নির্লজ্জ প্রকৃতি। মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে সম্পর্ক স্থাপন করা, যৌন সম্পর্ক স্থাপনের দাবি বা অনুরোধ এবং অন্য যে কোনো শারীরিক বা ভাষাগত আচরণ, যার মধ্যে যৌন ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন। মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট তথা প্রাযুক্তিক অপব্যবহারের অপকৌশলসহ বাচনিক, অবাচনিক কিংবা শারীরিক উপায়ে বখাটেরা যৌন হয়রানি করে থাকে। উদ্দেশ্যপূর্ণ যৌন আবেদনময়ী গান গাওয়া, বাচনিক অশালীন মন্তব্য, হুমকি প্রদান, শিস বাজানো, অবৈধ যৌন সম্পর্কের দাবি বা অনুরোধ, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি, লম্পট চাহনী, যৌন অর্থবাহী ছবি বা ভিডিও দেখানো, অস্বস্তিপূর্ণ অপলক দৃষ্টি, পিছু নেয়া, মোবাইলে কুরুচিপূর্ণ ম্যাসেজ পাঠানো বা মিসকল দেয়া, চলার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, গা ঘেষে দাঁড়ানো, জড়িয়ে ধরা, শারীরিকভাবে ঘাড় ও কাঁধে হাত দেয়া, শরীরে ধাক্কা দেয়া, ব্লাক মেইল বা চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে স্থির বা চলমান চিত্র ধারণ করা ইত্যাদি প্রকারে উত্যক্ত করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন রূপে যৌন হয়রানি ঘটে থাকে, আবার সময়ের সাথে সাথে সেই রূপ বদলায় বা নতুন রূপ ধারণ করে।

যৌন হয়রানি

সামাজিক পর্যায়ে যৌন হয়রনি যেমন পাবলিক বাস, ট্রেন, ফুটপাত, বাজার, মার্কেট; কর্মস্থল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি 'স্থানে হয়রানি; রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে কিংবা রাজনৈতিক প্রভাব বা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হয়রানি; প্রযুক্তির দ্বারা বা প্রযুক্তি ব্যবহার করে হয়রানি; রাস্তাঘাটে উত্যক্ত করা বা ইভ টিজিং ইত্যাদি। নারীরা চলার পথে রাস্তা-ঘাটে প্রতিনিয়ত অনাকাঙ্ক্ষিত স্পর্শ, চাপ, খোঁচা, চিমটি কাটা, উত্যক্ত করা, অশ্লীল মন্তব্য ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের যৌন হয়রানির শিকার হয়। যে কোনো শ্রেণি বা বয়সের নারীই যৌন হয়রানির শিকার হয় বা হতে পারে।

যৌন হয়রানি

যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইন: ২০০৮ সালের ৭ আগস্ট কর্মস্থল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী ও শিশুদের যৌন হয়রানি প্রতিরোধের জন্য দিক নির্দেশনা চেয়ে জনস্বার্থে করা একটি রিট আবেদনের রায়ে গত ১৪ মে ২০০৯ হাইকোর্ট বিভাগ একটি নীতিমালা বা নির্দেশাবলি প্রদান করেন। এ নির্দেশনায় যৌন হয়রানির আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে নারীর উপর যৌন নিপীড়নকে আইনের চোখে অপরাধ এবং নারীর মানবাধিকার লংঘন হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। রায়ে যৌন নিপীড়ন ও শাস্তি সম্পর্কে সর্বস্তরের মানুষকে সচেতন করা এবং কার্যকর শাস্তির বিধান করে এ বিষয়ে আইন প্রণয়নের তাগিদ দেয়া হয়েছে।

যৌন হয়রানি

হাইকোর্ট প্রদত্ত নীতিমালা: মহামান্য হাইকোর্ট প্রদত্ত নীতিমালার ৪ ধারায় যৌন হয়রানির প্রকৃতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে-৪(১) যৌন হয়রানি বলতে বোঝায়-

(ক) অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন আবেদনমূলক আচরণ (সরাসরি বা ইঙ্গিত) যেমন- শারীরিক স্পর্শ বা এ ধরনের প্রচেষ্টা;

(খ) প্রাতিষ্ঠানিক বা পেশাগত ক্ষমতা ব্যবহার করে কারো সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা;

(গ) যৌন হয়রানি বা নিপীড়নমূলক উক্তি;

(ঘ) যৌন সুযোগ লাভের জন্য অবৈধ আবেদন;

(ঙ) পর্ণোগ্রাফী দেখানো;

(চ) যৌন আবেদনমূলক মন্তব্য বা ভঙ্গি;

(ছ) অশালীন ভঙ্গি, অশালীন ভাষা বা মন্তব্যের মাধ্যমে উত্যক্ত করা বা অশালীন উদ্দেশ্য পূরণে কোনো ব্যক্তি অলক্ষ্যে তার নিকটবর্তী হওয়া বা অনুসরণ করা, যৌন ইঙ্গিতমূলক ভাষা ব্যবহার করে ঠাট্টা বা উপহাস করা;

(জ) চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল, এসএমএস, ছবি, নোটিশ, কার্টুন, বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল, নোটিশ বোর্ড, অফিস, ফ্যাক্টরি, শ্রেণিকক্ষে, বাথরুমের দেয়ালে যৌন ইঙ্গিতমূলক অপমানজনক কোনো কিছু লেখা;

যৌন হয়রানি

(ঝ) ব্লাকমেইল বা চরিত্র হননের উদ্দেশে স্থির বা ভিডিও চিত্র ধারণ করা;

(ঞ) যৌন হয়রানির কারণে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিক্ষাগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হওয়া;

(ট) প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে হুমকি দেয়া বা চাপ প্রয়োগ করা;

(ঠ) ভয় দেখিয়ে বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বা প্রতারণার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপন বা স্থাপনের চেষ্টা করা।

যৌন হয়রানি

যৌন হয়রানির প্রভাব: যৌন হয়রানি নারীর প্রতি অত্যন্ত জঘন্য প্রকৃতির নিপীড়ন যা নারীর অবস্থান, আত্মমর্যাদা ও অস্তিত্বকে বিপন্ন করে। এটি নারী জীবনের সবচেয়ে খারাপ ও ভয়ানক অভিজ্ঞতা। নারী জীবনে বিষাক্ত এ সমস্যার মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। যৌন হয়রানি নারীকে মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এটি নারীর অবাধ চলাচল ও স্বাধীনতায় বাধার সৃষ্টি করে, কেড়ে নেয় তার অফুরান প্রাণচাঞ্চল্য। যৌন হয়রানির উৎপাত শুধু ভুক্তভোগী মেয়েটির উপরই নয়, বরং তা আছড়ে পড়ে তার পুরো পরিবারের উপর। ফলশ্রুতিতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত নারী হারিয়ে যায় হতাশার অথৈ সাগরে, যার চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটে নির্মম আত্মহননের মধ্য দিয়ে। গত কয়েক বছর ধরেই আমরা দেখেছি রাস্তাঘাটে হয়রানির স্বীকার হয়ে অনেক মেয়ে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার মাধ্যমে অকালে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হতাহত হয়েছে মেয়েটির মা, ভাইসহ কোনো নিকটাত্মীয় এমনকি শিক্ষক পর্যন্ত। স্কুল বা কলেজগামী মেয়েরাই এ সমস্যার স্বীকার হয় সবচেয়ে বেশি। নিরাপত্তাহীনতার কারণে এ ঘটনার শিকার নারী, বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের অনেকেরই লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়, ঘরবন্দী জীবনযাপনে বাধ্য হয়, অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে যৌন হয়রানিতে অতিষ্ঠ হয়ে নারী বাধ্য হয় তার চাকরি ছেড়ে দিতে, যা নারীর আত্মনির্ভরশীলতার পথকে ধ্বংস করে দেয়। অথচ অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত উন্নয়নশীল এ বাংলাদেশে প্রকৃত উন্নয়নের জন্য পুরুষের পাশাপাশি অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ তথা কর্মসংস্থান ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন অপরিহার্য। কাজেই যৌন হয়রানি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করছে।

যৌন হয়রানি

যৌন হয়রানির কারণ: যৌন হয়রানির উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হচ্ছে- পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গির অভাব, নারীকে পণ্য ও ভোগ্যবস্তু মনে করা, পর্ণোর ছড়াছড়ি, সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চার অভাব, সন্তানের বেড়ে উঠা তথা সুস্থ মূল্যবোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে মাতা-পিতার অসচেতনতা, স্যাটেলাইট টেলিভিশনের অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত প্রদর্শন, বেকারত্ব ও অশিক্ষা, অসৎসঙ্গ, মাদকাসক্তি, লিঙ্গ বৈষম্যমূলক সামাজিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

যৌন হয়রানি

প্রতিকার ও প্রতিরোধ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে যৌন হয়রানিমুক্ত সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি, নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নে হাইকোর্টের রায় নিঃসন্দেহে মাইলফলক হয়ে থাকবে। শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলেই নয়, গোটা সমাজকে যৌন নিপীড়নমুক্ত করে সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে উচ্চ আদালতে এ বিধান কার্যকর করা এবং এর আলোকে আইন প্রণয়ন করা অত্যন্ত জরুরি। আর এর জন্য চাই সকলের সচেতনতা ও সোচ্চার ভূমিকা।

যৌন হররানির শিকার নারীর পরিবারের দায়িত্ব বহুমুখী। তারা উত্যক্তকারী ব্যক্তি ও তার পরিবারকে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাপারটি যেমন জানাবে, তেমনি স্থানীয় নেতৃবর্গ, জনপ্রতিনিধি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বিষয়টি অবগত করাবে। তাদের এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে, বিষয়টি অবগত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট সকলে স্ব-স্ব ভূমিকা কার্যকরভাবে পালন করছে। প্রয়োজনে তারা সংবাদপত্র তথা গণমাধ্যমকে বিষয়টি জানাতে পারে, সংবাদ সম্মেলন করতে পারে। ঐ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য, সুশীল সমাজসহ সমাজের দায়িত্বশীল জনগণ নিয়ে এলাকাভিত্তিক যৌন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করতে হবে। এলাকায় যেকোনো যৌন হয়রানি ঘটলে তৎক্ষণাৎ সে কমিটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

যৌন হয়রানি

যৌন হয়রানির চির অবসানের জন্য প্রয়োজন, যে প্রচলিত ধ্যান-ধারণায় নারীকে ক্ষমতাহীন করে রাখা হয়, সেই ভ্রান্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের পরিবর্তন। যেখানে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণ সোচ্চার হয়ে অপরাধীর শাস্তির দাবিতে লাগাতার আন্দোলন সংগঠিত করেছে সেখানে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। তাই যৌন হয়রানির আইনগত প্রতিকারের পাশাপাশি এর বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা জরুরি। সকলের নাগরিক সচেতনতা ও ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মাধ্যমেই যৌন হয়রানি সমাজ থেকে ক্রমশ বিলুপ্ত হবে বলে আশা করা যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – আচরণের উপর পরিবেশের প্রভাব

টপিক – ০৯ আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণ

টপিক ০৯: আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণ

মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একে অপরের প্রতি বিভিন্ন মাত্রার আকর্ষণ অনুভব করে থাকে। ফলে ব্যক্তির মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ হয়। এভাবে কোনো ব্যক্তির প্রতি আর এক ব্যক্তির আকর্ষণ সৃষ্টি হতে পারে। আর এ আকর্ষণের কারণে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে প্রেম, প্রীতি ও ভালোবাসার ডোরে বাঁধতে পারেন। ফলে দেখা দেয় আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণ। আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণের নিদর্শন হলো আমাদের বন্ধুত্ব, আমাদের পরিবার, আমাদের গোষ্ঠী, আমাদের সমাজ। কোনো ব্যক্তির অন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সাথে মেলামেশা, ভাববিনিময় বা সম্পর্ক স্থাপনের আপেক্ষিক আকাঙ্ক্ষাকে আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণ বলা যায়। পারস্পরিক আকর্ষণই আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণের মূল সূত্র।

ওয়াইনী ওয়াইটেন-এর মতে, "অন্যের প্রতি ইতিবাচক অনুভূতি হলো আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণ।" (Interpersonal attraction refers to positive feelings toward another. উৎস: Psychology: Themes and variation; Brooks/Cole Publishing Company: 1989; P. 601.)

আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণের বিষয়টি প্রকৃতিগতভাবে পারস্পরিক। ব্যক্তি যে শুধু অন্যের প্রতি কম বেশি আকর্ষণ অনুভব করে তাই নয়, সেও আশা করে অন্যেরাও তার প্রতি আকর্ষিত হোক। কথাবার্তা, সাজ পোশাক, আচার আচরণ ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্তি অন্যকে আকর্ষণ করে থাকে। আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণ পরিবর্তনশীল এবং ফলে এর হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণ

আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণ নির্ণয়কারী উপাদানসমূহ

মানুষের পরিচিতি, নৈকট্য, দৈহিক বৈশিষ্ট্য থেকে শুরু করে পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদানের উপর আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণের মাত্রা নির্ভর করে। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো:

দৈহিক গড়ন ও চেহারা : আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণ নির্ণয়কারী উপাদানসমূহের মধ্যে চেহারা বা দৈহিক গড়ন অন্যতম প্রধান উপাদান। সাধারণত দৈহিক গড়ন ও চেহারা ব্যক্তির প্রতি প্রাথমিক আকর্ষণ সৃষ্টির ব্যাপারে একটি প্রাথমিক ধারণা তৈরি করে থাকে। আকর্ষণীয় মুখশ্রী ও অনুকূল দৈহিক গড়ন-এর প্রতি আমরা সবসময়ই আগ্রহান্বিত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শরীর এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকে। দৈহিক আকর্ষণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির গাত্রবর্ণ গৌর বা ফর্সা রঙের প্রতি দুর্বলতা অধিকাংশ লোকের মধ্যে দেখা যায়। দৈহিক সৌন্দর্যের মধ্যে সুঠাম দেহের অধিকারী হলে ব্যক্তি সহজেই অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। আবার সুন্দর মুখশ্রীও অন্যকে আকর্ষণ করে। সাধারণত ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে বেশি শারীরিক আকর্ষণ বা চেহারা দ্বারা প্রভাবিত হয়। আবার মেয়েরা তাদের সঙ্গী উচ্চ পদমর্যাদা বিশিষ্ট, বুদ্ধিমান, সমগোত্রীয় এবং একই ধর্মাবলম্বী হলে তার প্রতি বেশি আকর্ষণ অনুভব করে। শারীরিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে শারীরিক অবয়ব বা স্বাস্থ্যের বিষয়টিও এসে যায়। সুঠাম দেহের অধিকারী হলে ব্যক্তি সহজেই অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। এজন্য চিত্রকর্মে নারী পুরুষের হৃষ্টপুষ্ট ও সুঠাম দেহের অধিকারীদের দেখান হয়।

আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণ

আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণ নির্ণয়কারী উপাদানসমূহ

সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য : সাদৃশ্যও একটি আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণ নির্ণয়কারী উপাদান। একজনের সাথে আর একজনের সাদৃশ্য থাকলে সেটি বেশি আকর্ষণীয় হয়। রাম কোনো কারণে রহিমকে পছন্দ করে। রহিম আবার রামকে পছন্দ করে। রাম ফুটবল খেলা পছন্দ করে। এখন যদি রহিমও ফুটবল খেলা পছন্দ করে তাহলে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় থাকে এবং রাম ও রহিমের মধ্যে পরস্পরের আকর্ষণ বজায় থাকবে। এ তত্ত্বটি প্রণয়ন করেন সমাজবিজ্ঞানী হাইডার (Heider, ১৯৫৮)। মনোভাবের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য থাকলে আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় (Newcomb, ১৯৬১)। বার্নি (Byrne, ১৯৬১) তাঁর পরীক্ষণে দেখতে পান যে, ব্যক্তির মনোভাবে সাদৃশ্য থাকার কারণে তাদের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় এবং এ কারণেই পছন্দের ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিত্ব মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অনুকূল প্রতিক্রিয়া করে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্যও আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণের মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কোনো ফুটবল দলের একজন শ্বেতাঙ্গ খেলোয়াড় খুব ভালো ফুটবল খেলে। পাশাপাশি ঐ দলে একজন কৃষ্ণাঙ্গ খেলোয়াড়ও খুব ভালো ফুটবল খেলে। তাহলে ঐ ফুটবল দলের কথা উঠলেই ভালো খেলোয়াড় হিসেবে শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ উভয়েরই নাম উঠে আসবে

আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণ

আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণ নির্ণয়কারী উপাদানসমূহ

পরিচিতি: কোনো ব্যক্তির সাথে পরিচয় কতটুকু তার উপর আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণের মাত্রা বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কোনো ঘটনা বা বিষয় যদি বার বার দেখা দেয় অথবা অনেকবার আমাদের চোখের সামনে আসে তাহলে সেই ঘটনা বা বিষয়ের প্রতি আমাদের আকর্ষণ বেড়ে যেতে পারে। কোনো বস্তু বা মানুষের ক্ষেত্রে এরকম হতে পারে। জায়স্ক (Zajonc, ১৯৬৮) কতগুলো পরীক্ষণ করেন। কতগুলো শব্দ বার বার দেখান হয়। যে শব্দগুলো বেশি বার দেখান হয় সেগুলো তারা পছন্দ করে। আবার কতগুলো লোকের মুখমণ্ডলের ছবি পারীক্ষদের দেখান হয়। কিছু ছবি বেশিবার (প্রায় ২৫ বার), আর কিছু ছবি কমবার (মাত্র দুবার) দেখান হয়। যে ছবিগুলো পারীক্ষদের বেশিবার দেখান হয়েছে, সে ছবিগুলোই তারা বেশি আকর্ষণীয় বলে উল্লেখ করেছে।

আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণ

আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণ নির্ণয়কারী উপাদানসমূহ

নৈকট্য: কাছাকাছি থাকলে আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণ বাড়ে। দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে আন্তঃক্রিয়ার মাত্রা বৃদ্ধি পেলে পারস্পরিক পছন্দের মাত্রাও বেড়ে যায়। একই সাথে পছন্দের মাত্রা বেড়ে গেলে একে অপরের সাথে ঘন ঘন সাক্ষাৎ করতে পছন্দ করে। দেখা গেছে যারা একই সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করে বা একই কাপড় কাচার ঘর ব্যবহার করে তাদের মধ্যে অন্যদের চেয়ে বেশি বন্ধুত্ব হতে দেখা যায়। একই সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামার কারণে তাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ-এর সম্ভাবনা বেড়ে যায়, ফলে তারা একে অন্যকে বেশি জানতে পারে। আবার একই স্থানে কাপড় ধুতে যাবার কারণে তাদের মধ্যে সামাজিক লেনদেনের সুযোগ সৃষ্টি হয়-এ জন্যে তাদের মধ্যে আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণ গড়ে ওঠে।

আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণ

আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণ নির্ণয়কারী উপাদানসমূহ

স্নেহ ও ভালোবাসা : অন্যের প্রতি আকর্ষণ করার মূলে স্নেহ ও ভালোবাসার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সাধারণত দেখি, অসাধু ব্যক্তির চেয়ে সাধু ব্যক্তিকে, অবিশ্বাসীর চেয়ে বিশ্বাসীকে, মিথ্যাবাদীর চেয়ে সত্যবাদীকে মানুষ বেশি পছন্দ করে। স্নেহ ও ভালোবাসা আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণের মূল বিষয়। পৃথিবীতে যত মহামানব আবির্ভূত হয়েছেন, তাদের স্নেহ, প্রেম, প্রীতিতে সবাই সিক্ত। স্নেহ ও ভালোবাসা মানুষকে কাছে টানে। স্নেহ ও ভালোবাসার কাছে মানুষ অন্ধ। তাইতো কেউ যদি কাউকে ভালোবাসার টানে কাছে ডাকে, তাহলে কী কেউ সে টান ফিরিয়ে পাবে? তাকে ঐ ব্যক্তির কাছে যেতেই হবে। স্নেহ ও ভালোবাসা এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির নিকট নিয়ে যাওয়ার মহা ঔষধ। এ ব্যাপারে এন্ডারসন (Anderson, ১৯৬৮)-এর গবেষণা খুবই চমকপ্রদ। তিনি ৫৫৫টি বিশেষণ ব্যবহার করে ঐসব বিশেষণের প্রতি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের পছন্দ-অপছন্দ যাচাই করে। তিনি দেখতে পান, ছাত্র-ছাত্রীরা আন্তরিকতাকে সবচেয়ে বেশি মূল্য দিয়েছে। প্রথম আটটি বিশেষণের মধ্যে ছ'টি যথা আন্তরিক, সাধু, অনুগত, সত্যবাদী, বিশ্বাসভাজন এবং নির্ভরযোগ্য কোনো না কোনোভাবে আন্তরিকতার সাথে সম্পর্কিত ছিল। আর স্নেহ ও ভালোবাসা নিয়েই হলো আন্তরিকতা।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – আচরণের উপর পরিবেশের প্রভাব

টপিক – ১০ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১। "সমাজীকরণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে একজন ব্যক্তির আচরণ পরিবর্তিত হয়ে ঐ সমাজে বসবাসকারী অন্য ব্যক্তির সাথে সংঘটিত আচরণের সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।"-সংজ্ঞাটি কার?

ক. সেকর্ড ও ব্যাকমান খ. মর্গান ও অন্যান্য গ. রোজেনবার্গ ঘ. নিউকোম্ব

২। "সমাজীকরণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে শিশুর আচরণ এবং মনোভাব তার জগতের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে।"-সংজ্ঞাটি কার?

ক. সেকর্ড ও ব্যাকমান খ. মর্গান ও অন্যান্য গ. রোজেনবার্গ ঘ. নিউকোম্ব

৩। সমাজীকরণের মাধ্যম কোনটি?

ক. একাত্মীভাবন খ. করণ শিক্ষণ গ. প্রাসঙ্গিক শিক্ষণ ঘ. খেলার সাথী

৪।কত সালে যৌন হয়রানিমূলক প্রতিরোধ নীতিমালা প্রণীত হয়?

ক. ২০০৭ খ. ২০০৮ গ. ২০০৯ ঘ. ২০১০

৫। "অন্যের প্রতি ইতিবাচক অনুভূতি হলো আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণ।"-সংজ্ঞাটি কে দিয়েছেন?

ক. অগবার্ন খ. ফ্রয়েড গ. বান্দুরা ঘ. ওয়াইনী ওয়াইটেন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৬।কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলিকে নিজের বৈশিষ্ট্য বলে মনে করে-এর নাম কী?

ক. জন্মগত প্রবৃত্তি খ. একাত্মীভাবন গ. উস্কানী ঘ. ভালোবাসা

৭।কোন আচরণ কোনো ব্যক্তি বা অন্য কোনো ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলিকে নিজের বৈশিষ্ট্য বলে মনে করে?

ক. একাত্মীভাবন খ. অনুকরণ গ. করণ শিক্ষণ ঘ. প্রাসঙ্গিক শিক্ষণ

৮।শিশুর সমাজীকরণের প্রথম ধাপ কোনটি?

ক. পরিবার খ. বিদ্যালয় গ. খেলার সাথী ঘ. শিক্ষা

৯।সামাজিক অনুমোদন এবং ধারাবাহিকতার লেবেলযুক্ত সামাজিক কার্যকে কী বলে?

ক. আগ্রাসন খ. প্রথা বিরোধিতা গ. সামঞ্জস্যতা ঘ. যৌন হয়রানি

১০। "কৃষ্টি মানুষের সকল আচরণের একটি সামগ্রিক রূপ যা জীবন যাপনের বিভিন্ন উপাদানকে একসূত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গ্রথিত করে"-সংজ্ঞাটি কার?

ক. ক্রোয়েবার খ. মার্গারেড মিড গ. গোল্ডসমীড ঘ. রুথ বেনেডিক্ট

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১১।কে সামোয়া নামক এক উপজাতির কিশোরদের উপর গবেষণা পরিচালনা করেন?

ক. মার্গারেট মিড খ. রুথ বেনেডিক্ট গ. ক্রোয়েবার ঘ. আব্রাহাম কার্ডিনার

১২। জুনি, ডবু ও কোয়াকিটল সম্প্রদায়ের উপর কে গবেষণা করেন?

ক. মার্গারেট মিড খ. রুথ বেনেডিক্ট. গ. আব্রাহাম কার্ডিনার ঘ. রালফ লিনটন

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – আচরণের উপর পরিবেশের প্রভাব

টপিক – ১১ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

রহিম সাহেবের দুই সন্তান- সজল ও রিপন। তৃতীয় শ্রেণিতে ২য় স্থান অধিকার করায় রহিম সাহেব সজলকে একটি খেলনা কিনে দেয়। এতে সজলের উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তী পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করার জন্য পড়ালেখায় আরও মনোযোগী হয়। অন্যদিকে রিপন অনেকটা অলস ছিল, কোনো কিছু সময়মতো করতো না। পরবর্তীতে শিক্ষকের নির্দেশ ও উপদেশনার কারণে তার মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা, আত্মনির্ভরশীল ও শৃঙ্খলাবোধ দেখা যায়। রহিম সাহেব সন্তানদের লেখাপড়া ছাড়াও অন্যান্য বিষয়, যেমন- খাওয়া, কাপড় পরা, মার্জিত আচরণ করা ইত্যাদির প্রতি খেয়াল রাখেন। এতে করে তার মধ্যে সুস্থ সামাজিকতার বিকাশ ঘটে।

(ক) আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণ কী?

(খ) সমাজীকরণকে শিক্ষার্জিত আচরণ বলা হয় কেন?

(গ) সকলের উৎসাহ বৃদ্ধিতে সমাজীকরণের কোন প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল?

(ঘ) "রহিম সাহেব ও রিপনের মাঝে সমাজীকরণের ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যম বিদ্যমান"-উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। [ঢাকা, যশোর, সিলেট ও দিনাজপুর বোর্ড-২০১৮)

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

হিমেল ও রক্তিম দুইজন প্রতিবেশী। হিমেল নিয়মিত স্কুলে যায়। শিক্ষকগণের নির্দেশ অনুযায়ী সে পড়াশুনা করে বলে শিক্ষণও তার খুব প্রশংসা করেন। অন্যদিকে, রক্তিম পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে স্কুল কলেজের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেনি। তবে সমবয়সী দল, বিভিন্ন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, হাটবাজার, খেলার মাঠ ইত্যাদি স্থানে তার সরব উপস্থিতি বিদ্যমান। যার ফলে জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান তার রপ্ত হয়েছে।

(ক) সমাজীকরণ কী?

(খ) পিতামাতা কীভাবে শিশুর সমাজীকরণকে প্রভাবিত করতে পারে?

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত হিমেলের সমাজীকরণের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) রক্তিমের সমাজীকরণে কোন মাধ্যমের প্রভাব সর্বাধিক? যুক্তি দাও।

[রাজশাহী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বোর্ড-২০১৮]

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

দৃশ্যকল্প-১: জনি বন্ধু, পরিচিতজন, প্রতিবেশীর সাথে তুচ্ছ কারণে আক্রমণাত্মক আচরণ করে। এমনকি কখনো কখনো মারধরও করে। তাই সবাই জনিকে এড়িয়ে চলে।

দৃশ্যকল্প-২ : রেহানা বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রশাসন ক্যাডারে ১ম হয়েছেন। সাংবাদিকদের সাথে সাক্ষাৎকারে রেহানা বলেন, তার বাবা-মা, ভাই-বোনদের সর্বাত্মক সহযোগিতা, অনুপ্রেরণা ছিল সবসময়। তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কিছু ভালো শিক্ষকের সান্নিধ্য ও সহযোগিতা তাকে লক্ষ্যে পৌঁছাতে প্রেরণা যুগিয়েছে।

(ক) প্রথা বিরোধিতা কী?

(খ) স্নেহ ও ভালোবাসা কীভাবে আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণ নির্ণয়কারী উপাদান হিসেবে কাজ করে?

(গ) উদ্দীপকে জনির আচরণকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় কী বলা হয়? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) "রেহানার সাফল্যের জন্য সমাজীকরণে একাধিক মাধ্যমের প্রভাব বিদ্যমান।"-উক্তিটি মূল্যায়ন কর। [ঢাকা, বরিশাল, সিলেট ও দিনাজপুর বোর্ড-২০১৯]

THANK YOU